গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ
শিক্ষা মন্ত্রণালয়
আইন শাখা-১
পরিবহণ পুল ভবন (কক্ষ নং-৯১২)
সচিবালয় লিংক রোড, ঢাকা।
www.tmed.gov.bd

পত্র সংখ্যা- ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.০৮২.১৯-২১২

তারিখঃ ০১ ভাদ্র ১৪২৭ ব.
১৬ আগস্ট ২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ মামলায় ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ায় এবং অন্তবর্তীকালীন আদেশের মেয়াদ ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হওয়ায়) আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়, সিংড়া, নাটোর এর বিষয়ে গৃহীত পদক্ষেপের সর্বশেষ অবস্থা অবহিতকরণ সংক্রান্ত।

সূত্র: (১) টিএমইডি'র স্মারক নং- ৫৭.০০.০০০০.০৪৭.০৪.০৮২.১৯-৪১৮, তারিখ: ১৯/০৮/২০১৯ খ্রি.
(২) মাউশিঅ'র স্মারক নং- ৩৭.০২.০০০০.১০৭.৯৯.৫৬৩.২০১৯-৫১৮, তারিখ: ০১/০৩/২০২০ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত পত্রের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ মামলায় গত ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তবর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে কী করণীয় এবং মূল রিট মামলার দফাওয়ারী জবাব (Affidavit in Opposition) সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে কীনা, হয়ে থাকলে শুনানি হয়েছে কীনা, শুনানি হয়ে থাকলে উহার ফলাফল কী ইত্যাদি বিষয়ে TMED কে অবহিত করার জন্য গত ১৯.০৮.১৯ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (১) নং স্মারকমূলে মাউশি অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়।

২। তদপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০১.০৩.২০ খ্রি. তারিখে সূত্রোক্ত (২) নং পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত জবাব এবং নথিতে রক্ষিত কাগজপত্র পর্যালোচনায় দেখা যায় যে-

ক. জনাব মো: নজরুল ইসলাম, সুপার, আলহাজ্ব জালাল উদ্দিন কারিগরি উচ্চ বিদ্যালয়, সিংড়া, নাটোর ও অপর ০৬ জন ট্রেড ইন্সট্রাক্টর জাল-জালিয়াতি করে নিয়োগপ্রাপ্ত হয়ে এমপিওভুক্ত হয়েছেন মর্মে তদন্তে প্রমাণিত হওয়ায় TMED কর্তৃক গত ০৭.১১.১৮ খ্রি. তারিখের ৪২৫ সংখ্যক পত্রমূলে তাদের এমপিও স্থগিতকরণসহ গৃহীত অর্থ ট্রেজারি চালানের মাধ্যমে সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য মহাপরিচালক, মাউশি অধিদপ্তরকে নির্দেশনা দেয়া হয়।

খ. তদপ্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক গত ০৯.০১.১৯ খ্রি. তারিখের ৭৩ সংখ্যক পত্রমূলে বর্ণিত ০৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীর বেতন ভতা (এমপিও) সাময়িকভাবে বন্ধসহ এযাবৎ গৃহীত অর্থ সরকারি কোষাগারে ফেরত প্রদানের জন্য ০৭ জন শিক্ষক-কর্মচারীকে অনুরোধ করা হয়।

গ. অত:পর উক্ত স্মারক পত্রের বৈধতা চ্যালেঞ্জ করে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সুপার এবং অপর ০৬ জন (মোট ০৭ জন) কর্তৃক মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগে রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ দায়ের করা হয়।

ঘ. উক্ত রিট মামলায় গত ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক নিম্নরুপ অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ প্রদান করা হয়:

Pending hearing of the Rule, let operation of the notice being Memo No. 37.02.0000.107.99.234.17.73 dated 09.01.19 issued under the signature of the respondent No. 5 (Annexure-E), be stayed for a period of 06 (six) months from date in so far as the realization of the MPO portion of salary from petitioners are concerned. However, the respondent authority will be at liberty to proceed against the petitioners for their alleged forgery in accordance with law after issuance of show cause notice upon them.

ঙ. উক্ত আদেশে বর্ণিত পত্রের কার্যকারিতা ০৬ (ছয়) মাসের জন্য স্থগিতাদেশ প্রদান করায় সরকার পক্ষ কর্তৃক সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১১৮২/১৯ দায়ের করা হয়। উক্ত আপীল মামলায় গত ১৯.০৬.১৯ খ্রি. তারিখের আদেশে "মেরিট" না থাকার কারণে আপীল মামলাটি খারিজ করা হয়। আদেশটি নিম্নরুপ:

Heard the learned Deputy Attorney General appearing on behalf of the petitioners and perused the impugned order of the High Courty Division and the other materials on record.

Considering the facts and circumstances of the case, we find no legal infirmity in the impugned order factually and legally calling for interference by this Court.

Accordingly, we find no merit in this petition and the same is dismissed.

চলমান পাতা-০২

চ. মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে বর্ণিত স্মারক পত্রের কার্যক্রম ০৬ মাস স্থগিত করায় এবং যেহেতু সরকার পক্ষে দায়ের করা সিপিএলএ নং-১১৮২/১৯ মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে সেহেতু রিট মামলার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে কী করণীয় এবং মূল রিট পিটিশন মামলায় সরকার পক্ষের জবাব (Affidavit in Opposition) সংশ্লিষ্ট আদালতে দাখিল করা হয়েছে কীনা, হয়ে থাকলে শুনানি হয়েছে কীনা, শুনানি হয়ে থাকলে উহার ফলাফল কী ইত্যাদি বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামতের সারাংশ নিম্নরূপ:

"In such view of the Matter, our opinion is that the Directorate should not proceed with the realization of the already paid MPO from the petitioners but is at liberty to proceed against the petitioners for alleged forgery in accordance with law.

ছ. বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার উপরিউক্ত মতামতের আলোকে মূল রিট মামলা নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পিটিশনাদের উত্তোলিত এমপিও'র টাকা ফেরত নেয়ার কার্যক্রম বন্ধ থাকবে। অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা নিতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সেক্ষেত্রে জরুরিভিত্তিতে তাদের বেতন ভাতা (এমপিও) বিষয়ে আইনগত ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে।

জ. মূল রিট পিটিশন এখনো শুনানিতে আসেনি। শুনানিতে আসলে বিজ্ঞ DAG -এর নির্দেশনা মোতাবেক Affidavit আদালতে দাখিল করা হবে।

ঝ. এ অবস্থায়, সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সুপার জনাব মো: নজরুল ইসলাম এবং অপর ০৬ (ছয়) জন ট্রেড ইনস্ট্রাক্টর এর বিষয়ে মাউশি অধিদপ্তর কর্তৃক সদয় পরবর্তী সিদ্ধান্ত TMED এর সচিব মহোদয়ের নিকট কামনা করে পত্র দেয়া হয়ছে।

৩। রিট মামলার অন্তর্বর্তীকালীন আদেশের আলোকে বর্ণিত প্রতিষ্ঠানের সুপারসহ ০৭ জন শিক্ষকের বেতন ভাতাদি (এমপিও) ছাড়করণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগের মাননীয় প্রতিমন্ত্রী কর্তৃক TMED এর সচিব মহোদয় বরাবর ডি.ও পত্র প্রেরণ করা হয়।

৪। যেহেতু রিট মামলায় গত ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে ----Memo No. 37.02.0000.107.99.234. 17.73 dated 09.01.19 issued under the signature of the respondent No. 5 (Annexure-E), be stayed for a period of 06 (six) months from date উল্লেখ থাকায় এবং সরকার কর্তৃক দায়েরকৃত সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১১৮২/২০১৯ মামলায় "মেরিট' না থাকায় খারিজ হয়ে যাওয়ায় মহামান্য হাইকোর্ট কর্তৃক প্রদত্ত ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশ বহাল রয়েছে।

৫। যেহেতু মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের অন্তর্বর্তীকালীন আদেশে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত স্মারক পত্রের কার্যক্রম ০৬ (ছয়) মাস স্থগিত করায় এবং যেহেতু সরকার পক্ষে দায়ের করা সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল নং-১১৮২/২০১৯ মামলাটি খারিজ হয়ে গেছে, সেহেতু রিট মামলার অন্তবর্তীকালীন আদেশের প্রেক্ষিতে মাউশি অধিদপ্তরের বিজ্ঞ আইন উপদেষ্টার মতামত (অনুচ্ছেদ-'চ') অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৬। এক্ষণে নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক:

ক. রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ মামলায় ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তর্বর্তকালীন আদেশের (সিভিল পিটিশন ফর লীভ টু আপীল মামলা খারিজ হয়ে যাওয়ায়) প্রেক্ষিতে MPO বিষয়ে আইনগত কী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে (প্রমাণকসহ তথ্য প্রেরণ);

(খ) মূল রিট পিটিশন মামলায় সরকার পক্ষের জবাব (Affidavit in Opposition) প্রস্তুত করে DAG এর নিকট দাখিল করা হয়েছে কিনা?

(গ) মহামান্য আদালতের আদেশ অনুযায়ী (রিট পিটিশন নং-১৬৯০/২০১৯ মামলায় ০৩.০৩.১৯ খ্রি. তারিখের অন্তর্বর্তকালীন আদেশ) অভিযুক্ত শিক্ষকদের বিরুদ্ধে আইনগত কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে সে বিষয়ে প্রমাণকসহ তথ্য প্রেরণ করা।

৭। এমতাবস্থায়, উপরিউক্ত মতে ব্যবস্থা গ্রহণক্রমে আগামী ৩১.০৮.২০ খ্রি. তারিখের মধ্যে এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য নির্দেশক্রমে মহোদয়কে অনুরোধ করা হলো।

২০/০৮/২০

(মো: আ: খালেক মিঞা)
সিনিয়র সহকারী সচিব (আইন)
ফোন-৪১০৫০১৫৭।

মহাপরিচালক
মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর
শিক্ষা ভবন, ঢাকা-১০০০।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে:

১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
২। সিস্টেম এনালিস্ট, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় (পত্রটি ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩। অতিরিক্ত সচিব (অডিট ও আইন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা
৪। অতিরিক্ত সচিব (কারিগরি) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৫। অফিস কপি/মাস্টার কপি।

F:\Akram Work\Letter\Letter-2017-18-20.docx